তারিখ: ৮ আগস্ট ২০২৫
সূত্র: ব্লাস্ট /প্রশাসন/৫৪৬(ক)/০৮২০২৫

বরাবর
জনাব ইসরাত চৌধুরী
সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ই-মেইলঃ secretary@molwa.gov.bd

দৃষ্টি আকর্ষণঃ
ডা. মোঃ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব (জুলাই গণ অভ্যুত্থান অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ই-মেইলঃ dsjmu@molwa.gov.bd

বিষয়: জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের পরিবারের মাঝে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার সুষম বণ্টন প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেন।

ব্লাস্ট একটি বেসরকারী আইনগত সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা, যা দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে আইনী পরামর্শ, মধ্যস্থতা এবং মামলা পরিচালনায় আইনী সহায়তা প্রদান করে থাকে। এবং পাশাপাশি ব্লাস্ট গবেষণা, এডভোকেসি এবং জনস্বার্থ মামলার মাধ্যমে সকলের জন্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে।

জুলাই ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের শহিদদের পরিবারকে সরকার কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগকে ব্লাস্ট স্বাগত জানাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন হতে আমরা জানতে পেরেছি যে, সরকারিভাবে ইতোমধ্যে প্রত্যেক জুলাই শহিদ পরিবারকে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে ৩০ লাখ টাকা দেয়া হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক শহিদ পরিবার মাসিক ২০ হাজার টাকা করে ভাতা পাবে। ইতোমধ্যে গত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১০ লাখ টাকা করে প্রতি পরিবারকে প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২০ লাখ টাকা চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে প্রদান করা হবে বলা হয়েছে।

গত ১৭ জুন ২০২৫ তারিখে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ, ২০২৫' ("অধ্যাদেশ") জারি করা হয়। এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী সম্প্রতি শহিদ পরিবার বিশেষত বিধবাদেরকে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা বণ্টনের মানদণ্ড ও প্রক্রিয়া বিষয়ে শহিদদের বিধবারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যা নিম্নরূপঃ

শহিদ পরিবারের বিধবাদের উদ্বেগ/সমস্যাসমূহ:

১। শহিদদের উপর "নির্ভরশীল ব্যক্তির" সংজ্ঞার অনুপস্থিতিঃ অধ্যাদেশের ২(চ) ধারায় 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার' এর সংজ্ঞার উল্লেখ থাকলেও শহিদ ব্যক্তির উপর প্রত্যক্ষ নির্ভরশীল ব্যক্তি হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে কারা এ আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির অধিকারী হবেন- সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন বিধানের উল্লেখ এ অধ্যাদেশে নেই। বিশেষত এ প্রক্রিয়ায় নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে না করে উত্তরাধিকার আইনের ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

২। আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বণ্টন প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতিঃ অধ্যাদেশের ১৩ (১) ধারায় "শহিদ পরিবারের সদস্যদের বিধি দ্বারা নির্ধারিত হারে এককালীন ও মাসিক আর্থিক সহায়তা প্রদানের কথা উল্লেখ থাকলেও এ আর্থিক সহায়তার বণ্টনের প্রক্রিয়া কী হবে- সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন বিধানের উল্লেখ এ অধ্যাদেশে নেই।

৩। উত্তরাধিকার আইনের ভিত্তিতে বণ্টনের বিরূপ প্রভাবঃ কোন কোন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, আর্থিক সহায়তার অর্থ বণ্টনের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার আইন অনুসরণ করা হচ্ছে। যদিও, আমরা সরকারি সূত্রে এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত নই।

Head Office: YMCA Development Center | 1/1 Pioneer Road (3rd-5th Floor) | Kakrail | Dhaka-1000 | Bangladesh
T: +88 02 41033011, +88 02 41033012 | E: mail@blast.org.bd | W: www.blast.org.bd | H: 01715 220220

এক্ষেত্রে উদ্বেগের বিষয় এই যে, ইতোমধ্যে জুলাই শহিদদের বিধবাদের অধিকাংশের পক্ষ হতে জানানো হয়েছে যে, উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী সঞ্চয়পত্রের অর্থ বন্টনের কারণে তাদের নিজেদের ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মাঝে পড়েছে।

৪। **বৈষম্যমূলক বণ্টন প্রক্রিয়াঃ** এর মধ্যে জানা যায় যে-

- মন্ত্রণালয় হতে শহিদদের বিধবা (নিঃসন্তান) দের সঞ্চয়পত্রের অর্থের ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) দেয়া হয়েছে; অবশিষ্ট অর্থ ৭,৫০,০০০ (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) শহিদদের বাবা-মা কে দেয়া হচ্ছে।
- শহিদদের একাধিক সন্তান থাকলেও সেই সন্তানের সংখ্যাকে বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে না; বরং শুধুমাত্র একজন সন্তানের জন্যে আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে এবং লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য করা হচ্ছে। সন্তানের সংখ্যা যাই হোক না কেন- প্রথম সন্তান কন্যা হলে বিধবাকে ৬,২৫,০০০/- (ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা) এবং প্রথম সন্তান ছেলে হলে বিধবাকে ৬,৫০,০০০/- (ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) দেয়া হচ্ছে; অবশিষ্ট অর্থ শহিদদের বাবা-মা কে দেয়া হচ্ছে।

উদ্ভূত এসকল প্রতিকূল পরিস্থিতি নিরসনে আপনার বিবেচনায় নেয়ার জন্যে আমাদের সুপারিশ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১। **একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা** যেখানে আর্থিক সহায়তা বণ্টনের প্রক্রিয়া কী হবে এবং শহিদ ব্যক্তির উপর প্রত্যক্ষ নির্ভরশীল ব্যক্তি হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে কারা এ আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির অধিকারী হবেন তার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।

২। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধান/উদাহরণ সমূহ বিবেচনায় নেয়া যেতে পারেঃ

- **রানা প্লাজা ধসের বিপর্যয়ে** নিহত শ্রমিকদের পরিবারের মাঝে আর্থিক অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে **প্রণীত জাতীয় প্রক্রিয়া** যেখানে নিহতের **২৫ বছর বয়স পর্যন্ত সকল সন্তানকে সমপরিমাণ অর্থ** প্রদান করা হয়েছিল।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ২ (৩০) এ উল্লেখিত **'পোষ্য'** এর সংজ্ঞা যেখানে কর্মসংস্থানে কোন দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের পরিবারের কারা মালিক পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী হবেন তা স্পষ্ট করা হয়েছে।

৩। অধ্যাদেশে যে আর্থিক সহায়তার উল্লেখ রয়েছে তা কোন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ নয়; সেহেতু এ অর্থ উত্তরাধিকার আইন অনুসরণ করে বণ্টনের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই **সমতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে একটি অভিন্ন, ন্যায়সঙ্গত, বৈষম্যহীন পৃথক নীতিমালা** দ্রুত প্রণয়ন এবং যথাযথভাবে অনুসরণ করা।

এ আবেদনটির সমর্থনে ব্লাস্ট অতিসত্বর আপনার সাথে **সাক্ষাৎপূর্বক আলোচনা করতে** আগ্রহী। এ বিষয়ে আপনার সুবিধাজনক সময় জানিয়ে আমাদের বাধিত করবেন।

আপনার আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

ধন্যবাদান্তে,

মাহবুবা আক্তার
পরিচালক (এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট

অনুলিপিঃ

- **লে. কর্নেল মোঃ আব্দুল গাফ্ফার (অবঃ)** [মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
  মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, যুগ্মসচিব
  মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়